

$p \therefore q$ ($\exists x$) ($\forall x$)
(x) ($Mx \supset Hx$) ($p \vee q$) \equiv ($q \vee p$)

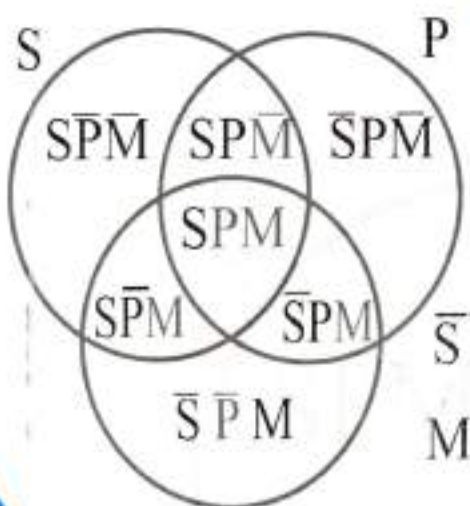
$p \supset q$

$p \therefore q$

অবরোধ সাংকেতিক

যুক্তিবিজ্ঞানের রূপরেখা

(পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত)



কর্তৃক ডঃ কান্তিলাল দাস

দর্শন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মহাবোধি বুক এজেন্সি

**AVARAHA SAMKETIK JUKTIVIJNANER
RUPREKA (LOGIC)**

(Revised and Enlarged)

By

Professor (Dr.) Kanti Lal Das

© Prof. (Dr.) Kanti Lal Das

® Publishing right reserved by the Publisher

All rights reserved, including those of translations into other languages. No Part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the written permission of the publisher.

Revised & Enlarged, First Published : 2021

Published by :

D.L.S. Jayawardana

MAHA BODHI BOOK AGENCY

4A, Bankim Chatterjee Street

College Square, Kolkata-700 073

Cell : 9831077368, 983129452 (Watsapp)

e-mail : mahabodhibookagency@hotmail.com

ISBN : 978 - 81 - 950703 - 4 - 3

Price : Rs. 625/- Only

যুক্তিবিজ্ঞান কাকে বলে (What is logic)?

যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রথমে যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে এসে যায় তা হল যুক্তিবিজ্ঞান কাকে বলে? কোপির মতে যুক্তিবিজ্ঞান হল কিছু নীতি (principles) এবং পদ্ধতি (methods) সংক্রান্ত আলোচনা যার সাহায্যে বৈধযুক্তি থেকে অবৈধযুক্তি নির্ধারণ করা যায়। প্রখ্যাত যুক্তিবিজ্ঞানী Hao Wang'র মতে যুক্তিবিজ্ঞান আমাদেরকে সুসংবদ্ধভাবে বা সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করার অভ্যাস গঠন করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যথাযথভাবে জানতে পারি কি করে আমাদের চিন্তা সুসংগঠিত হয়, সুনির্দিষ্ট হয়। সুতরাং সেদিক থেকে বলা যায় যুক্তিবিজ্ঞান হল ধারাবাহিক (systematic) চিন্তার পাথেয় যার সাহায্যে কোন যুক্তি বৈধ কি না অবৈধ তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায়। কোন কিছুর সপক্ষে বা বিপক্ষে বলার ভিত্তি (foundation) আমরা খুঁজে পাই যুক্তিবিজ্ঞান থেকে। যুক্তিবিজ্ঞানকে সেজন্য অনেকে প্রকৃত বিজ্ঞান (exact science) বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে কেবলমাত্র কোন যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতা, যথার্থতা বা অযথার্থতাই নিরূপণ করা হয় না, উপরন্তু এর সাহায্যে আমরা জানতে পারি কিভাবে যুক্তির যথার্থতা বা অযথার্থতা নিরূপিত হয়।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসে যায় যারা যুক্তিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে না তাদের ক্ষেত্রে যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় করা কি সম্ভবপর নয়? যুক্তিবিজ্ঞানের ছাত্ররাই বা পাঠকেরাই কি কেবলমাত্র যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় করতে পারে? এর উত্তরে বলা যায় যেহেতু যুক্তিবিজ্ঞান নীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা, সুতরাং যারা যুক্তিবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে তাদের পক্ষে যুক্তির বৈধতা ও অবৈধতা যত সহজে এবং নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে অন্যদের ক্ষেত্রে এত সহজে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হবে না। কোপি এর সপক্ষে তিনটি যুক্তি দিয়েছেন।

প্রথমত, যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত চর্চা একটা বিজ্ঞান সংক্রান্ত চর্চা এবং এটা একটা কৌশলগত চর্চাও বটে। সুতরাং এই শাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা পদ্ধতিগত নিয়ম সংক্রান্ত আলোচনা বা চর্চা, যে চর্চার মাধ্যমে একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে। পদ্ধতিগত নিয়ম সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে যখন একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে তখন সেই অভ্যাসের মাধ্যমে চর্চাকারী একটা পরিপূর্ণতা লাভ করে, যার ফলস্বরূপ সে কোন যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতা সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে পারে। অন্যেরা যেহেতু এই শৃঙ্খলাবদ্ধ চর্চার সাথে জড়িত নয়, সেহেতু অন্যদের পক্ষে যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতা পরিপূর্ণভাবে সবসময় নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না।

দ্বিতীয়ত, গতানুগতিক যুক্তি চর্চার মাধ্যমে যুক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত অনুপপত্তি (fallacy) গুলি সহজে নির্ধারণ করা যায়, যা সাধারণ আলোচনায় ধরা দেয় না। গতানুগতিক যুক্তি-চর্চা কেবল মাত্র আমাদের যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত (reasoning) বা মনন ক্ষমতার উন্নতি সাধন করে না, এর সাহায্যে আমরা যথাযথ ভাবে যুক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত অনুপপত্তি গুলি নির্ধারণ করতে পারি এবং যুক্তিকে সেইসব অনুপপত্তি থেকে মুক্ত করতে পারি।

214. স্বতঃমিথ্যা বচনাকারের নিষেধ কি হবে? (What would be the negation of self-contradictory statement)?

উত্তর : স্বতঃমিথ্যা বচনাকারের নিষেধ স্বতঃসত্য বচনাকার হবে। যেমন $P \cdot \sim P$ এই স্বতঃমিথ্যা বচনাকারের নিষেধ অর্থাৎ $\sim (P \cdot \sim P)$ হবে $'P \vee \sim P'$ এর সমতুল্য। $'P \vee \sim P'$ সর্বদাই স্বতঃসত্য।

215. প্রতিস্থাপন দৃষ্টান্ত কাকে বলে? (What is substitution instance)?

উত্তর : কোন একটা বিশেষ যুক্তির আকারের বচন বর্ণের পরিবর্তে অন্য বচন বর্ণ পরিবর্তন করে যে নতুন বচন পাওয়া যায়, তাকে মূল বচনের প্রতিস্থাপন দৃষ্টান্ত বলা হয়। যেমন $'P \vee \sim P'$ এই বচনে $'P'$ এর স্থলে $'Q'$ যদি প্রতিস্থাপন করা হয়, তখন আমরা $'P \vee \sim P'$ এর স্থলে $'Q \vee \sim Q'$ বচনটি পাই। এখানে $'Q \vee \sim Q'$ কে $'P \vee \sim P'$ এর প্রতিস্থাপন দৃষ্টান্ত বলা হয়।

— x —

বইটির প্রাপ্তিস্থান

পাঠকের এবং ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে কলকাতা মহাবিহি প্রকাশন ছাড়াও মিয়োস্ট্র স্থানে বইটি পাওয়া যাবে :-

- ১। অধ্যাপক কান্তি লাল দাস, দর্শন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। M : 7908040219 / 9434887860
- ২। ড: কুহেলী বিশ্বাস, দর্শন বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া। M : 9432855941 / 7890134723
- ৩। ড: অরুণ কুমার চৌধুরী, দর্শন বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। M : 8906058289
- ৪। ড: বর্ণালী সিন্হা, দর্শন বিভাগ, মালদা ইউমেনস্ কলেজ, মালদা। M : 9434820300 / 9614700524
- ৫। জলপাইগুড়ি : M : 9002315537 / 9832421365
- ৬। কোচবিহার : M : 8250293711 / 9749576503
- ৭। আলিপুরদুয়ার : M : 9614235341